

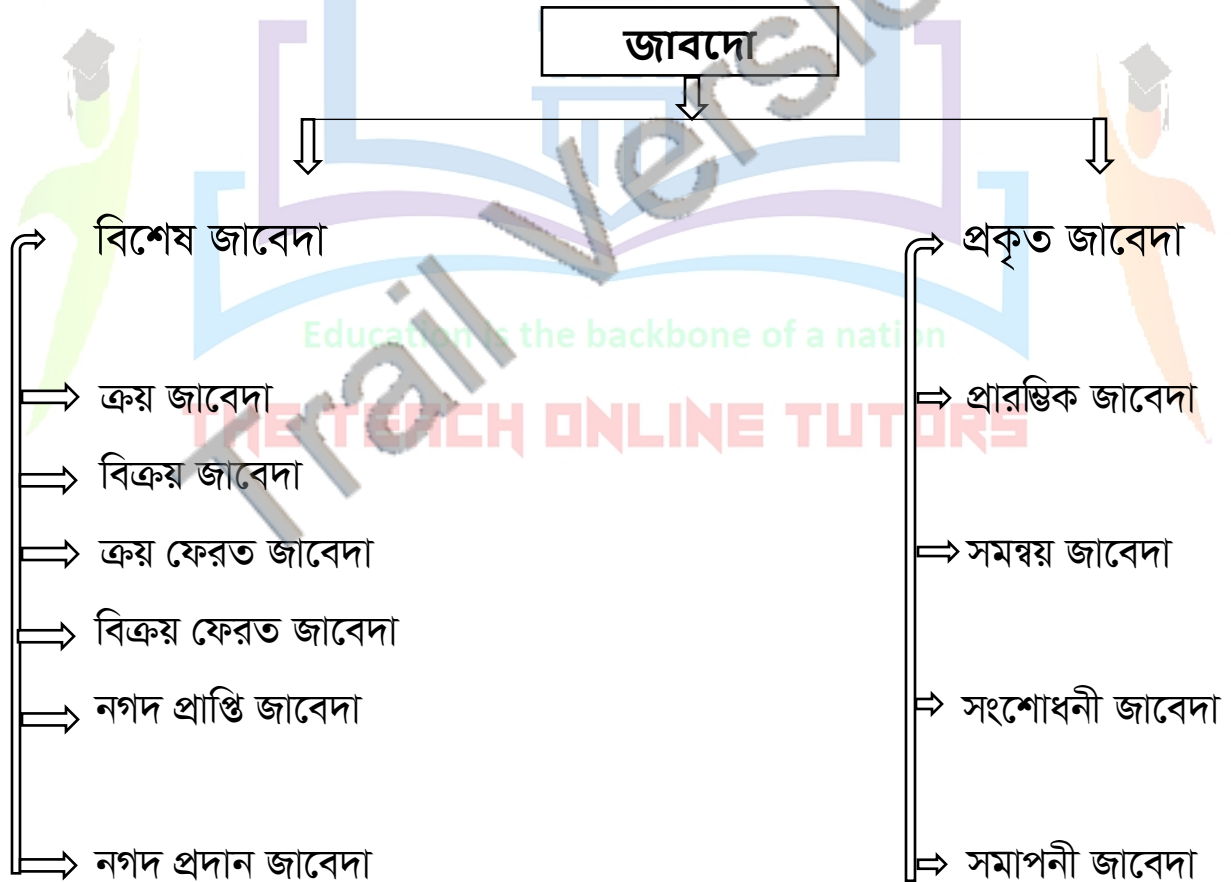
# হিসাববিজ্ঞান

## জাবেদা

- ❖ জাবেদা : লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট পক্ষ বিশ্লেষণ করে তারিখের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ব্যাখ্যাসহ যে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে জাবেদা বলে। জাবেদা কে হিসাবের প্রাথমিক বই, দৈনিক বই, হিসাবের সহকারী বই ও বলা হয়।

[ নোট : জাবেদা করা বাধ্যতামূলক নয়, শুধুমাত্র হিসাব তৈরির সুবিধার্থে করা হয়। ]

- জাবেদার প্রকারভেদ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :



## ○ বিশেষ জাবেদা :

- ❖ **ক্রয় জাবেদা :** ধারে/বাকিতে ক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন গুলো শুধুমাত্র ক্রয় জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

### ক্রয় জাবেদা ছক

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	শর্ত	চালান নং	সূত্র	ক্রয় হিসাব - ডেবিট প্রদেয় হিসাব - ক্রেডিট

- ❖ **বিক্রয় জাবেদা :** ধারে/বাকিতে বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন গুলো শুধুমাত্র বিক্রয় জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

### বিক্রয় জাবেদা ছক

তারিখ	ডেবিট হিসাব খাত	শর্ত	চালান নং	সূত্র	প্রাপ্য হিসাব - ডেবিট বিক্রয় হিসাব - ক্রেডিট

- ❖ **ক্রয় ফেরত জাবেদা :** ক্রয়ক্রীত পণ্য কোনো কারনে ফেরত পাঠালে, এ সকল সংক্রান্ত লেনদেন গুলো ক্রয় ফেরত জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

### ক্রয় ফেরত জাবেদা ছক

তারিখ	ডেবিট হিসাব খাত	ডেবিট নোট	সূত্র	প্রদেয় হিসাব - ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব - ক্রেডিট

- ❖ **বিক্রয় ফেরত জাবেদা :** বিক্রীত পণ্য কোনো কারনে ফেরত আসলে, এ সকল সংক্রান্ত লেনদেন গুলো বিক্রয় ফেরত জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

### বিক্রয় ফেরত জাবেদা ছক

তারিখ	ডেবিট হিসাব খাত	ক্রেডিট নোট	সূত্র	বিক্রয় ফেরত - ডেবিট প্রাপ্য হিসাব - ক্রেডিট

- ❖ **নগদ প্রাপ্তি জাবেদা** : ব্যবসায়ের যে সকল লেনদেনের ফলে নগদ প্রাপ্তি হয়, তা নগদ প্রাপ্তি জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ছক

তারিখ	ক্রেডিট হিসাব খাত	সূত্র	ডেবিট		ক্রেডিট		
			নগদান হিসাব	প্রদত্ত বাটা হিসাব	বিক্রয় হিসাব	প্রাপ্য হিসাব	বিবিধ হিসাব

- ❖ **নগদ প্রদান জাবেদা** : ব্যবসায়ের যে সকল লেনদেনের ফলে নগদ প্রদান করা হয়, তা নগদ প্রদান জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

নগদ প্রদান জাবেদা ছক

তারিখ	চেক নম্বর	ডেবিট হিসাব খাত	সূত্র	ডেবিট			ক্রেডিট	
				ক্রয় হিসাব	প্রদেয় হিসাব	বিবিধ হিসাব	প্রাপ্ত বাটা হিসাব	নগদান হিসাব

- **প্রকৃত জাবেদা** : যে লেনদেনগুলো বিশেষ জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয় না, সেগুলো প্রকৃত জাবেদায় লিপিবদ্ধ হয়।

- ❖ **প্রারম্ভিক জাবেদা** : বছর বা মাসের প্রথম তারিখের সম্পদ, দায় ও মালিকানাসত্ত্বের উপর দাখিলাকে মূলত প্রারম্ভিক জাবেদা বলে।

যেমন : ২০১৯ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে নগদ ১০,০০০ টাকা, পণ্য ৫,০০০ টাকা, দেনাদার ২,০০০ টাকা ও পাওনাদার ৭,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা হলো।

সেক্ষেত্রে জাবেদা হবে -

নগদান -ডেবিট ১০০০০, পণ্য হিসাব -ডেবিট ৫০০০, দেনাদার -ডেবিট ২০০০, পাওনাদার ক্রেডিট ৭০০০, মূলধন - ক্রেডিট ১০,০০০

❖ সমন্বয় জাবেদা : আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করার সময় অগ্রিম বা বকেয়া বেতন , অবচয় প্রভৃতি লেনদেন যে বইতে লেখা হয়, তাকে সমন্বয় জাবেদা বলে ।

যেমন : অগ্রিম বিমা ২০০০ টাকা ।

সেক্ষেত্রে জাবেদা হবে -

অগ্রিম বিমা -ডেবিট ২০০০, বিমা খরচ-ক্রেডিট ২০০০

❖ সংশোধনী জাবেদা : কোনো লেনদেন ভুলবশত লিপিবদ্ধ করা না হলে বা বাদ পড়ে গেলে তা সংশোধন করার জন্য যে দাখিলা দেওয়া হয় তাকে সংশোধনী জাবেদা বলে ।

যেমন : যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলো ২০০০০ টাকা । কিন্তু ভুলবশত তা মেরামত হিসাব ২০০০০ টাকা দ্বারা ডেবিট করা হয়েছে ।

সেক্ষেত্রে জাবেদা হবে

যন্ত্রপাতি হিসাব - ডেবিট ২০০০০

মেরামত হিসাব - ক্রেডিট ২০০০০

❖ সমাপনী জাবেদা : মুনাফা জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয় বন্ধ করার জন্য, উত্তোলন হিসাব বন্ধ করার জন্য ও কারবারের নিট মুনাফা বা নিট ক্ষতিকে মূলধন স্থানান্তর করার জন্য যে দাখিলা দেওয়া হয়, তাকে সমাপনী জাবেদা বলে ।

১. আয় হিসাব বন্ধ করার ক্ষেত্রে জাবেদা হবে :

সকল প্রকার মুনাফা জাতীয় আয় হিসাব - ডেবিট

আয় সারাংশ হিসাব - ক্রেডিট

২. ব্যয় হিসাব বন্ধ করার ক্ষেত্রে জাবেদা হবে :

আয় সারাংশ হিসাব - ডেবিট

সকল প্রকার মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসাব - ক্রেডিট

৩. নিট মুনাফা মূলধনে স্থানান্তর হলে,

আয় সারাংশ হিসাব - ডেবিট

মূলধন হিসাব - ক্রেডিট

অথবা,

নিট ক্ষতি মূলধনে স্থানান্তর হলে,

মূলধন হিসাব- ডেবিট

মূলধন হিসাব - ক্রেডিট

৪. উত্তোলন হিসাব বন্ধ করার ক্ষেত্রে,

মূলধন হিসাব - ডেবিট

উত্তোলন হিসাব - ক্রেডিট